সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহর ওপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর সঙ্গী-সাথী ও তাঁর সঙ্গে যারা বন্ধুত্ব পোষণ করে তাদের ওপর। হামদ ও সালাতের পরঃ

মুসলিমদের অন্তরে রামাদান মাসের এমন কিছু বিশেষত্ব রয়েছে, যা এই মাসকে অন্যান্য মাস থেকে আলাদা করে তুলে ধরে। এই মাস মূলত সালাত, সিয়াম, কোরআন, সাদাকা সর্বোপরি সকল ধরণের ইবাদতের মাস। এই মাসে মুসলিমগণ এতো পরিশ্রম করে ইবাদত করে থাকেন যা তারা অন্য কোন মাসে করেন না। আর এই মাসে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করার ব্যাপারে তো মুজাহিদদের আকাঙ্ক্ষা আর মনোযোগ অত্যন্ত বেশি। কারণ আল্লাহ রামাদানে মুসলিমদের হাতে বিজয় দান করেন এবং তাঁর যাবতীয় রহমত তাদের ওপর নাযিল করেন। এতো এমন বরকতময় মাস যে মাসে জান্নাতের সকল দরজা খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ রাখা হয় আর শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখা হয়। এটি এমন দানের মাসের, যে মাসে বহুগুণ বেশি নেকি প্রদান করায় হয় এবং মনের প্রবৃত্তির মূলোৎপাটন হয়। যে ব্যক্তি এই মাসে সিয়াম পালন করবে এবং সালাত আদায় করবে তার পূর্বের সকল গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। তাহলে ঐ ব্যক্তির প্রতিদান কেমন হবে যে এই মাসে সিয়াম পালন করেছে, সালাতও আদায় করেছে আবার জান-মাল আর জবান দ্বারা জিহাদও করেছে?

এজন্যই যুগ যুগ ধরে রামাদান ছিল যুদ্ধ-জিহাদের মাস। এই মাসে বহু জিহাদ আর ইসলামী বিজয়গাঁথা রচিত হয়েছে, যা ইতিহাসের মোড়কে ঘুরিয়ে দিয়েছে। আমরা এ থেকে কিয়দংশ বর্ণনা করব। কারণ এই রিসালায় এতো বিস্তারিত বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

রামাদানে নবী ﷺ যে সমস্ত জিহাদি কাফেলা প্রেরণ করেছেনঃ

গাজওয়াহ বলা হয় ঐ যুদ্ধকে যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং শরীক হয়েছেন এবং তিনি নিজেই তা পরিচালনা করেছেন আর সারিয়্যা বলা হয় ঐ যুদ্ধকে যা রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠিয়েছেন, কিন্তু নিজে শরীক হননি এবং এর নেতৃত্বের ভারও গ্রহণ করেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠিয়েছেন এমন সারিয়্যার সংখ্যা হল ৭৩ টি, এর মধ্যে ১১ টিই সংঘটিত হয়েছে রামাদানে।

রামাদানে সংঘটিত লড়াইগুলো নিম্নরূপ:

১. সমুদ্রতীরের যুদ্ধ, রামাদান, হিজরি প্রথম বর্ষ

এই যুদ্ধেই ইসলামে প্রথম ঝাণ্ডা উড্ডীন করা হয় এবং জিহাদের ধারা শুরু হয়। এই যুদ্ধের ঝাণ্ডা রাসূলুল্লাহ ﷺ হামযা ﵁ এর হাতে তুলে দেন এবং তার সঙ্গে ৩০ জন মুহাজিরকে পাঠিয়ে দেন। তারা শাম থেকে আগত একটি ব্যবসায়িক কাফেলার মুখোমুখি হওয়ার উদ্দেশ্যে বের হন। তারা লোহিত সাগরের তীরবর্তী একটি অঞ্চল সাইফুল বাহার নামক স্থানে পৌঁছন। তারা সেখানে শত্রুর মুখোমুখি হয়ে জিহাদের জন্য

সারিবদ্ধ হন। কিন্তু হঠাৎ মুজদী ইবনে আমর আল জুহানী বাধ সাধে। সে ছিল উভয় পক্ষের মিত্র। যার কারণে কোন লড়াই হয়নি।

২. উমাইর ইবনে আদী আল খিত্বমীর সারিয়্যা, রামাদান, হিজরি দ্বিতীয় বর্ষ

এই সারিয়্যাটি নবী ﷺ মারওয়ানের মেয়ে আ'সমাকে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করেন। সে ইসলামের নামে কুৎসা রটাতো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ কে হত্যার প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতো। এই যুদ্ধে উমাইর ইবনে আদী রাতের অন্ধকারে তার ঘরে প্রবেশ করে এবং তিনি তার বুকে তরবারি ঢুকিয়ে দিয়ে পিঠ দিয়ে বের করে আনে।

৩. সারিয়্যা যায়দ ইবনে হারেছা, রামাদান, হিজরি ষষ্ঠ বর্ষ

এই কাফেলাকে নবী ﷺ ওয়াদিল ক্বুরার একটি গোত্র বনু ফাযারার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কারণ বনু ফাযারার কিছু লোক মুসলিমদের একটি ব্যবসায়িক কাফেলার পথরোধ করেছিল এবং তাদের সঙ্গে থাকা মাল-সামানা ছিনিয়ে নিয়েছিল। যায়দ ইবনে হারেছা সাহাবীদের একটি ছোট কাফেলার নেতৃত্ব গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধে বের হন। মুসলিমগণ সকাল সকাল তাদের ওপর আক্রমণ করেন। তারা তাদের-কে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে রাবিয়া ফাযারিয়ার মেয়ে উম্মে ক্বিরফা ফাতেমাকে বন্দি করেন। সে ছিল তার এক বৃদ্ধ মহিলা। তার গোত্রের মধ্যে সবাই তাকে সম্মান করতো এবং তার কথা মেনে চলতো। এই মহিলা তার সন্তান ও নাতি-পুতি মিলিয়ে চল্লিশজনকে প্রস্তুত করেছিল নবী ﷺ কে হত্যা করার জন্য। যায়দ ইবনে হারেছা উম্মে ক্বিরফাসহ তাদের সকলকে হত্যা করেন।

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আতিকের সারিয়্যা, রামাদান, হিজরি ষষ্ঠ বর্ষ

আওস আর খাজরাজ এই দুই গোত্র নবী ﷺ এর সম্মান রক্ষায় এক রকম প্রতিযোগিতা করতো। আওস যখন খাজরাজের কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করে, যে কিনা নবী ﷺ কে কষ্ট দিতো তখন খাজরা-জও আওসের মধ্যে এমন কাউকে খুঁজতে থাকে যে কিনা রাসূলুল্লাহর সঙ্গে শত্রুতা করার ব্যাপারে কা'ব ইবনে আশরাফের মতো। এক সময় তারা তাদের সোনার হরিণটি খুঁজে পায় আবু রাফে' সালাম ইবনে আবিল হুকাইক নযরীর মাঝে। এই হল সেই ব্যক্তি যে খন্দকের যুদ্ধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লোকবল গঠন করেছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য গাত্বফান গোত্রকে প্রস্তুত করেছিল। সে তার বিভিন্ন সভায় নবী ﷺ কে কটূক্তি করতো। তাই খাজরাজ গোত্রের সাহাবীগণ আবু' রাফে'কে হত্যার জন্য নবী ﷺ এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেন। নবী ﷺ তাদেরকে অনুমতি প্রদান করেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আতিককে আমীর বানিয়ে পাঁচ সদস্যের একটি দল প্রেরণ করেন। এই দলটি আবু রাফে' এর বাড়ি আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে নিরাপদে ফিরে আসেন।

৫. গালেব আল লাইসী এর সারিয়্যা, রামাদান, হিজরি ষষ্ঠ বর্ষ

নবী ﷺ এর কাফেলাকে বনু আওয়াল আর বনু আব্দুবনু ছা'লাবার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তারা ছিল নজদের গ্রামাঞ্চলের দুইটি গোত্র। মুসলিমরা যখন কুরাইশ ও ইহুদীদের নিয়ে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকতো তখন তারা মদিনার উপকণ্ঠে হামলা চালাতো। মুসলিমগণ গালেব ইবনে আব্দুল্লাহ আল লাইসীর নেতৃত্বে ১৩০ জন যোদ্ধা নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বের হন। তারা ভোরবেলা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং সম্মুখসমরে থাকা লোকদেরকে হত্যা করেন আর তাদের বাকীরা পালিয়ে যায়। মুসলিমগণ তাদের থেকে উট-বকরী ইত্যাদি গনিমত হিসেবে লাভ করে মদিনায় নিয়ে আসেন।

৬. আবু ক্বাতাদা আস সালামীর সারিয়্যা, রামাদান, হিজরি অষ্টম বর্ষ

নবী ﷺ যখন মক্কা বিজয়ের মনস্থ করেন তখন তিনি আবু ক্বাতাদা হারেছ ইবনে রিবয়ী এর নেতৃত্বে আটজনের একটি দল মক্কার উত্তর প্রান্তের উপত্যকায় ইযাম গোত্রে প্রেরণ করেন যাতে কুরাইশদেরকে মুসলিমদের আসল উদ্দেশ্যের ব্যাপারে ধোঁকা ফেলা যায় এবং যাতে তারা এতে করে এই ধারণায় পতিত হয় যে মুসলিমরা আসলে সেই এলাকায় যুদ্ধ করতে গিয়েছে। এই দলটি তাদের উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছয় কিন্তু কোন যুদ্ধের সম্মুখীন হয় না। তারা ফিরে এসে মুসলিমদের মূল বাহিনীতে যুক্ত হন।

৭. খালেদ ইবনে ওয়ালীদ এর সারিয়্যা, রামাদান, হিজরি অষ্টম বর্ষ

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা বিজয়ের পর কা'বার চত্বরে থাকা সমস্ত মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেন তখন তিনি মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকার মূর্তিগুলো ভাঙ্গার জন্য বিভিন্ন সারিয়্যা প্রেরণ করেন। তিনি খালেদ ﵁ কে ৩০ জন ঘোড়সোয়ারসহ মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা নামক স্থানে উযযা মূর্তিকে ভাঙ্গার জন্য পাঠান। তারা সেখানে পৌঁছে মূর্তিটিকে ভেঙ্গে ফেলেন।

৮. আমর ইবনুল আসের সারিয়্যা, রামাদান, হিজরি অষ্টম বর্ষ

একই সময়ে নবী ﷺ মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে রুহাত এলাকায় সুয়া'নামক মূর্তিকে ধ্বংস করার জন্য আমর ইবনুল আসের নেতৃত্বে একটি সারিয়্যা প্রেরণ করেন। তারা সেটিকে ভেঙ্গে সেটির বেদিকেও গুড়িয়ে দেন।

৯. সা'দ ইবনে যায়দ আল আশহালীর সারিয়্যা, রামাদান, হিজরি অষ্টম বর্ষ

একইভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ লোহিত সাগরের তীরবর্তী মুশাল্লাল নামক স্থানে মানাহ মূর্তিকে ধ্বংস করার জন্য সা'দ ইবনে যায়দের নেতৃত্বে ২০ জন ঘোড়সোয়ারের একটি সারিয়্যা প্রেরণ করেন। তারা যখন সে স্থানে পৌঁছন তখন উষ্কখুষ্ক চুলবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণের এক উলঙ্গ মহিলা

বের হয়ে আসে এবং বুক চাপড়ে এই কাফেলার জন্য বদদোয়া করতে থাকে। সা'দ তাকে হত্যা করেন আবার মূর্তিকে ধ্বংস করেন।

১০. আলী ইবনে আবি তালেবের সারিয়্যা, রামাদান, দশম হিজরি

রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী ؓ কে ইয়েমেনে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁর হাতে ঝাণ্ডা তুলে দেন এবং নিজ হাতে তাকে পাগড়ি পরিয়ে দেন। আলী ؓ তিনশ ঘোড়সোয়ার সঙ্গে করে নিয়ে বের হন। তিনি যখন সেখানে পৌঁছন তখন তিনি তাঁর সৈন্যদেরকে পাঠিয়ে তাদের থেকে গনিমত নিয়ে আসেন এবং তাদের নারী ও শিশু ও বকরীগুলোকে বন্দি করে আনেন। এরপর আলী ؓ কাফের দলের মুখোমুখি হয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তারা দাওয়াত তো প্রত্যাখ্যান করেই, উলটো মুসলিমদের ওপর তীর ও পাথর নিক্ষেপ করা শুরু করে। এমন মুহূর্তে আলী ؓ তাঁর সঙ্গীদেরকে সারিবদ্ধ করে কাফের-দের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি তাদের ২০ জন লোককে হত্যা করলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পরাজয় বরণ করে। আলী ؓ তাদেরকে আর ধাওয়া না করে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং তারা ইসলাম কবুল করেন।

১১. জারীর ইবনে আব্দিল্লাহ আল বাজালীর সারিয়্যা, রামাদান, দশম হিজরি

নবী ﷺ জারীর ইবনে আব্দিল্লাহ এর নেতৃত্বে ১৫০ জন ঘোড়সোয়া-রীকে যিল খালাসার মূর্তি ধ্বংসের জন্য প্রেরণ করেন। যিল খালাসা হল মক্কা ও ইয়েমেনের মধ্যবর্তী তাবালা অঞ্চলের একটি বাড়ির নাম। এই মূর্তিকে ইয়েমেনী কা'বা বলা হতো, কারণ জাহেলী যুগে মানুষ এই মূর্তির উদ্দেশ্যে হজ্ব করতো। তারা সেখানে পৌঁছে এই মূর্তিতে আগুণ ধরিয়ে দিয়ে সেটিকে গুড়িয়ে দেন।

রামাদান মাসে স্বয়ং নবী ﷺ যেসমস্ত যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেনঃ

নবী ﷺ যেসমস্ত যুদ্ধের ছক এঁকেছেন এবং স্বয়ং নিজে শরীক হয়েছেন এমন যুদ্ধের সংজ্ঞা ২৮ টি। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় দুইটি যুদ্ধ রামাদানে সংঘটিত হয়েছে। সেগুলো হল, বদরের যুদ্ধ আর মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ।

১২. বদরের যুদ্ধ। রামাদান, হিজরি দ্বিতীয় বর্ষ

বদরের যুদ্ধ হল ঐ যুদ্ধ যাকে আল্লাহ কোরআনে এই শব্দে অবিহিত করেছেন, {(হক্ব ও বাতিলের) বিভাজনের দিন এবং দুই দল সম্মুখীন হওয়ার দিন} [আল-আনফাল: ৪১] এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসলিমদের দূরবস্থার পর এই যুদ্ধে তাদেরকে বিজয় দান করা ও তাদেরকে শক্তি দান করার বিষয়টি এভাবে উপস্থাপন করেছেন, {আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছেন

যখন তোমরা ছিলে দুর্বল।} [আলে ইমরান: ১২৩]

এই যুদ্ধে মুসলিমগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নেতৃত্বে কুরাইশদের একটি কাফেলা আক্রমণ করার জন্য বের হন যার নেতৃত্বে ছিল আবু সুফিয়ান। কিন্তু আবু সুফিয়ান তার পথ পরিবর্তন করে সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় নেমে আসে এবং মক্কাবাসীকে তার সাহায্যের জন্য সর্বতোভাবে যুদ্ধের আহ্বান করে। তারা আবু জাহেলের নেতৃত্বে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বের হয়ে আসে। বদরপ্রান্তে দুই দল একত্রিত হয়। আল্লাহ ৩১৩ জনবিশিষ্ট মুমিনদের দলকে বিজয় দান করেন এক হাজারেরও বেশি মুশরিকদের বিরুদ্ধে। সাহাবীদের মধ্য থেকে ১৪ জন এই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। ৬ জন ছিলেন আনসার সাহাবী আর ৮ জন ছিলেন মুহাজির সাহাবী। পক্ষান্তরে মুশরিকদের মধ্য থেকে ৭০ জন নিহত হয় আর ৭০ জন বন্দি হয়।

১৩. মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ। রামাদান, হিজরি অষ্টম বর্ষ

মক্কা মুকাররামা। নিরাপদ আর পবিত্র একটি শহর। কুরাইশরা চুক্তি ভঙ্গের পর নবী ﷺ ১০ হাজার যোদ্ধা নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওনা করেন। আল্লাহ নবী ﷺ এর হাতে মহা বিজয় দান করেন। যুদ্ধ হয় খুব সীমিত আকারে। যাতে মুশরিকদের মধ্য থেকে বারোজন নিহত আর সাহাবীদের মধ্য থেকে তিনজন শহীদ হয়।

ইবনুল কায়্যিম ؒ মক্কা বিজয়ের বর্ণনা এভাবে দেন যে, এটিই হল মহা বিজয়, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে, তাঁর রাসূলকে এবং তাঁর সৈন্যবাহিনী ও বিশ্বস্ত দলকে সম্মানিত করেছেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর শহর ও ঘরকে কাফের-মুশরিকদের হাত থেকে হেফাজত করেছেন, যে ঘরকে তিনি জগতসমূহের হেদায়াতস্বরূপ বানিয়েছেন। এটিই সেই বিজয় যার কারণে আসমানবাসী আনন্দিত হয়েছে, এবং আল্লাহর মহিমময়তা আকাশের নক্ষত্রকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। এর মাধ্যমেই লোকেরা আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করেছে এবং এ কারণেই ভূপৃষ্ঠ আলোয় আলোয় ভরে গেছে।

এই হল রামাদান! আর রামাদানে এমনই ছিল সালাফে সালেহীনের অবস্থা! যুদ্ধ-জিহাদ, সংগ্রাম অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয়ের ধারা। তাদের মাঝে আর ঐ লোকদের মাঝে কতই না পার্থক্য, যারা রামাদানের দিনগুলোকে অতিবাহিত করে ঘুমিয়ে আর নানা প্রকারের খাবার তৈরি করে, আর যারা নির্ঘুম রাত কাটিয়ে দেয় খেলা-ধুলার মাধ্যমে।

হে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ! হে ঐ সকল ব্যক্তি যারা নবুয়্যাতের আদলে খিলাফাহকে ফিরিয়ে এনেছেন! এই তো বরকতময় রামাদান এসে উপস্থিত হয়েছে। সুতরাং আপনারা আল্লাহকে এমন কিছু দেখিয়ে দিন যা আল্লাহ পছন্দ করবেন এবং ভালোবাসবেন। আপনারা আপনাদের জিহাদ চালিয়ে যান, আপনাদের পরিশ্রম দিগুণ করে তুলুন। সাফাভীদের নাপাকি থেকে জমিনকে পবিত্র করুন। নাস্তিকদের ভীত কেটে দিন। ক্রুসেডারদের জোট ভেঙ্গে দিন। কারাগারে থাকা স্বাধীন ব্যক্তি আর সিংহদেরকে কথা যেন ভুলে না যান। কারণ তাদের পরিবার-পরিজন ঈদে তাদের প্রতীক্ষায় আছে।

মাকতাবাতুল হিম্মাহ
রামাদান ১৪৩৭ হিজরি

সারিয়্যা, গাজাওয়াত আর ফুতুহাত সিরিজ

রামাদানের এই দিনে

পর্ব ১